Government General Degree College, Chapra

Study Material For Bengali Hons/GE/General Semester I & II(2022-23)

Course Code - BNG-H-CC-T-4 / BNG-H-GE-T-1/ BNG-G-CC-T-1

Topic - 'ALAMKAR'

Dr. Pankaj Biswas

সংস্কৃত ভাষায় 'অলম্' শব্দের অর্থ 'ভূষণ'। অর্থাৎ যার দ্বারা ভূষিত করা হয় তাই অলঙ্কার। হার, চুড়ি, কেয়ূর, কুণ্ডল ইত্যাদি সব কিছুই অলঙ্কার। এগুলির দ্বারা মানুষ নিজেকে সজ্জিত করে থাকে। এতে দেহের শ্রী ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ স্বাভাবিক সৌন্দর্যের উন্নতি ঘটে। ভাষারও অলঙ্কার আছে। অলঙ্কার ব্যবহারে ভাষার সৌন্দর্য বাড়ে। যেমন রবীন্দ্রনাথ উজ্জয়িনীর প্রথমা প্রিয়ার ছবি আঁকতে গিয়ে বলেছেন -

"মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।"

এই বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে শোভাবর্ধক বিভিন্ন অলঙ্কার কবি ব্যবহার করেছেন। এতে কাব্যের সৌন্দর্যের বৃদ্ধি ঘটেছে।

অনুপ্রাস-উপমা-রূপকাদি যে সমস্ত বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভূষণ সাহিত্যের সৌন্দর্য সম্পাদন ও রসের উৎকর্ষ সাধন করে, তা অলঙ্কার।

কোনও বাক্য যখন পড়া হয়, তখন তার দুটি দিক আমাদের আকৃষ্ট করে। এক - শব্দের ধ্বনি, যা আমাদের কর্ণগোচর হয়। দুই - অর্থ, যা মনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ কোনও বাক্যকে অলঙ্কৃত করার অর্থ শব্দের ধ্বনিরূপ বা অর্থরূপকে অলঙ্কৃত করা। তাই প্রাথমিকভাবে অলঙ্কার দুই প্রকার -

১। শব্দালঙ্কার : শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়, তা শব্দালঙ্কার। যেমন -

"চলচপলার চকিত চমকে
করিছ চরণ বিচরণ।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই ছত্রটিতে একই 'চ' ব্যঞ্জনধ্বনি বহুবার উচ্চারিত হওয়ায় শ্রুতি-সৌন্দর্য সম্পাদিত হয়েছে।

শব্দালঙ্কার আবার পাঁচ প্রকার।

অ। অনুপ্রাস

আ। যমক

ই। শ্লেষ

ঈ। বক্রোক্তি

উ। পুনরুক্তবদাভাস

২। অর্থালঙ্কার : শব্দের অর্থরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি তাদের অর্থালঙ্কার বলা হয়। যেমন -

'মেয়েটি দিন দিন লতার মতো বেড়ে উঠছে।'

এখানে মেয়েটির বেড়ে ওঠার বিষয়টিকে লতার মতো বেড়ে ওঠার সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। এতে বাক্যটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাধারণ লক্ষণ অনুযায়ী অর্থালঙ্কারকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে -

অ। সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার : দুই বিজাতীয় পদার্থের অন্তর্নিহিত কোনও-না-কোনও সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে যে শ্রেণীর অলঙ্কার গঠিত হয় তা সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার। এই অলঙ্কার বিভিন্ন রকম। যেমন - উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, প্রতীক, সমাসোক্তি, প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শন।

আ। বিরোধমূলক অলঙ্কার

ই। শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার

ঈ। ন্যায়মূলক অলঙ্কার

উ। গূঢ়ার্থমূলক অলঙ্কার

অনুপ্রাস : একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের পুনঃপুনঃ বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে। যেমন -

"বিকেলে নীরব সব কলরব যবে
কার কালো চুল ভেসে এলো সৌরভে।"

অরুণকুমার সরকারের এই কবিতায় রব্ ('নীরব', 'কলরব', 'সৌরভ') ধ্বনিগুচ্ছের এবং 'ক', 'র', 'ল' এবং 'ব' ধ্বনির পুনঃপুনঃ বিন্যাস হওয়ায় অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে।

অনুপ্রাস পাঁচ রকম ভাবে হয়ে থাকে -

অ। অন্তানুপ্রাস :

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবান।।"

আ। বৃত্ত্যানুপ্রাস :

"কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী।"

ই। ছেকানুপ্রাস :

"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

ঈ। লাটানুপ্রাস :

"যত গোপনে ভালবাসি পরান ভরি
পরান ভরি উঠে শোভাতে।"

উ। শ্রুত্যনুপ্রাস :

"বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।"

যমক : একই শব্দ একই স্বরধ্বনিসমেত ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হলে যমক অলঙ্কার হয়। যেমন -

"... কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার!"

প্রথম 'কীর্তিবাস' শব্দের অর্থ - কবি কৃত্তিবাস এবং দ্বিতীয় 'কীর্তিবাস' শব্দের অর্থ - কীর্তিতে বসতি যার।

উদাহরণ :

১। "কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।।"

২। "কমলাসনে কমলাসনে কমলাপতি বিহর"

৩। "নামজাদা লেখকদেরও বই বাজারে কম কাটে, কাটে বেশী পোকায়"।

শ্লেষ : একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ বোঝালে শ্লেষ অলঙ্কার হয়। যেমন -

"মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে"

এখানে 'মধু' শব্দের দুটি অর্থ পাওয়া যায়। এক, 'কবি মধুসূদন'; দুই, 'মউ'

শ্লেষ দুই প্রকার -

অ। অভঙ্গ শ্লেষ, অর্থাৎ যে শ্লেষ অলঙ্কারে শব্দকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়। যেমন -

"আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার পতি বান্ধি নিজগুণে।।"

(গুণে - চমৎকার স্বভাবে, ধনুকের ছিলায়)

আ। সভঙ্গ শ্লেষ, অর্থাৎ যে শ্লেষ অলঙ্কারে শব্দকে না ভেঙ্গে একটি অর্থ এবং ভেঙ্গে ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। যেমন -

মণ্ডল পরিবারের লোকদের অহংকার নেই।

(অহংকার - অহমিকা; অহং কার - ভেঙ্গে)

বক্রোক্তি : সোজাভাবে কোনও কথা না বলে যদি বাঁকাভাবে বলা হয়, তবে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়। যেমন -

প্রশ্ন - দ্বিজ হয়ে কেন কর বারুণী সেবন?

উত্তর - রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন!

এখানে 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ 'ব্রাহ্মণ', 'বারুণী' শব্দের অর্থ 'মদ'। কিন্তু ব্রাহ্মণ 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' ও 'বারুণী' শব্দের অন্য অর্থ 'পশ্চিম দিক' গ্রহণ করে উত্তর দিয়েছে - 'সূর্যের ভয়েই চন্দ্র পলায়ন করে'।

বক্রোক্তি দুই প্রকার। যথা -

অ। কাকু-বক্রোক্তি : যখন বক্তার কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গীর জন্য নেতিবাচক কথা ইতিবাচক অর্থ এবং ইতিবাচক কথা নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে। যেমন -

"রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?"

আ। শ্লেষ বক্রোক্তি : বক্তার বক্তব্যকে তার অভিপ্রেত অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হলে শ্লেষ-বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়। যেমন -

"সভাকবি - ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ, অর্থের বড়ো টানাটানি।
নটরাজ - নইলে রাজদ্বারে আসবে কোন দুঃখে?"

উপমা : একই বাক্যে সাধারণধর্মবিশিষ্ট দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হলে উপমা অলঙ্কার হয়। উপমার চারটি অঙ্গ থাকে -

১। উপমেয় - যাকে তুলনা করা হয়।

২। উপমান - যার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

৩। সাধারণধর্ম - যে ধর্ম উপমেয় ও উপমান উভয়ে বিদ্যমান।

৪। সাদৃশ্যবাচক শব্দ - মত, সম, হেন ইত্যাদি।

যেমন -

'মেয়েটি দিন দিন লতার মত বাড়িয়া উঠিতেছে।'

এখানে 'মেয়ে' (উপমেয়) ও 'লতা' (উপমান) দুই বিজাতীয় পদার্থ। উভয়ের মধ্যে বেড়ে ওঠার (সাধারণ ধর্ম) ব্যাপারে সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্যবাচক শব্দ - 'মত'।

উপমা অলঙ্কার বিভিন্ন প্রকারের। যেমন -

অ। পূর্ণোপমা : যেখানে উপমার চারটি অঙ্গই উপস্থিত। যেমন -

"তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে"

আ। লুপ্তোপমা : যেখানে উপমার চারটি অঙ্গের মধ্যে কোনও একটি বা দুইটির উল্লেখ থাকে না। যেমন -

"পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে
নাটোরের বনলতা সেন।"

ই। মালোপমা : একটি উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকলে তা মালোপমা। যেমন -

"তোমার সে চুল
জড়ানো সূতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন।"

সহায়ক গ্রন্থ :

অলঙ্কার-চন্দ্রিকা। শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ।

বাঙলা অলঙ্কার। জীবেন্দ্র সিংহ রায়। মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

প্রশ্নাবলী :

১। টীকা লেখো - অনুপ্রাস (৫)

২। টীকা লেখো - উপমা (৫)

৩। যমক অলঙ্কার বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।

৪। অলঙ্কার নির্ণয় করো - "মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে"